উপসংহার

উপসংহার

একটি খুবই দুঃখের বিষয় হল যে, রবীন্দ্র–পরবর্তী সাহিত্যে কল্লোলযুগের বাস্তবতাবাদী সাহিত্য নিয়ে আমরা যতখানি কল্লোলিত হই, অন্তত এযাবৎ পর্যন্ত হয়েছি, ষাট-সত্তর দশকের সাহিত্য-আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই নিশ্চুপ আমরা। সেই নিশ্চুপতা ভাঙার একটি অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এই গবেষণাকর্ম। সামগ্রিক অভিসন্দর্ভটিতে যা যা আলোচিত হয়েছে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে শেষপর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছি, তা প্রতিটি অধ্যায় ধরে এখানে দু'এক কথায় তুলে ধরা হল।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিতে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে 'সাহিত্য-আন্দোলন' (Literary Movement) পরিভাষাটি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে ভূমিকায়। এর পাশাপাশি হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট ও দেশ-কালের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাসূত্রে দেখা গিয়েছে, তৎকালীন সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে এই আন্দোলনগুলির খুব সুগভীর শিকড়ে হলেও একটি মূলগত বা ভাবগত (Ideological) মিল অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া উক্ত আন্দোলনত্রয় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সবশেষে এই গবেষণাকর্মটিতে অনুসৃত গবেষণা-পদ্ধতি (Research-Method) সম্পর্কে উল্লেখ করে 'ভূমিকা' সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংযোগ করে মতাদর্শ ও সংশ্লিষ্ট লেখকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের যথাক্রমে 'ক্ষুধার্ত', 'শ্রুতি' এবং 'এই দশক' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এই আন্দোলনকারীরা যেসব ইস্তেহার প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এছাড়া আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট লেখকদের তালিকাসহ আন্দোলনের মূল কাণ্ডারীদের প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে উক্ত ত্রিবিধ আন্দোলনের বিষয়গত দিক। হাংরিদের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে একটি বিতর্ককে সামনে রেখে যে,

হাংরিদের লেখালেখির বিষয় আদৌ 'যৌনতা' কিনা। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাংরিরা তথাকথিত যৌনতার চর্চা আদৌ করেননি। যৌনগন্ধী যেসব শব্দ আমরা হাংরি লেখায় খুঁজে পাই, সেগুলি খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে কখনো আত্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে, কখনো যৌনতাকেই খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে। এরপর ত্রিবিধ আন্দোলনেরই বিষয়গত উপাদান ও উপকরণগুলিকে (Content elements and components) বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারে আলোচনা করে আন্দোলনত্রয়ের বিষয়গত অভিমুখটিকে (Content Orientation) চিহ্নিত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তিনটি সাহিত্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই বিষয়-উপাদান হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে মানবমনের অন্তর্লীন ভাবনা, আমাদের অন্তর্জগৎ, আমাদের অন্তর্বাস্তবতা, আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের ভাষারীতিগত দিক। এক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological), রূপতাত্ত্বিক (Morphological), শাব্দিক (Lexical), আন্বয়িক (Syntactic) ও শব্দার্থতাত্ত্বিক (Semantical) দিক থেকে হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের ভাষারীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখা হয়েছে উচ্চারণ-ভঙ্গিমা, বানান লেখার ক্ষেত্রে উচ্চারণ-অনুসারে ধ্বনি তথা বর্ণের প্রয়োগ, ধ্বনির পুনরুক্তি, ধ্বনি-বিন্যাস ইত্যাদি। রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখা হয়েছে বিশেষণ+বিশেষ্য–এর বিশেষ জোড় ও তার অর্থগত নতুন মাত্রা, নতুন শব্দ নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শব্দ-চয়ন ইত্যাদি। আন্বয়িক দিক থেকে দেখা হয়েছে পুনরুক্তি, সমান্তরলতা, বিচ্যুতি, প্রমুখনসহ বিভিন্ন ধরণের সংবর্তন ইত্যাদি। এছাড়া সামাজিক শ্রেণি (Social Class) অনুসারে চরিত্রের মুখের ভাষা অর্থাৎ রেজিস্টার তথা সমাজভাষাবিজ্ঞানের (Socio-linguistics) দৃষ্টিকোণ থেকেও হাংরি ও শাস্ত্রবিরোধী গল্পের ভাষাপ্রয়োগ বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ত্রিবিধ আন্দোলনের ক্ষেত্রেই যতিচিহ্নসহ নানাবিধ চিহ্নের বিবিধ প্রয়োগ, স্পেসের বিশিষ্ট ব্যবহার ইত্যাদি লেখতাত্ত্বিক (Graphological) বিশেষত্বগুলির ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় হল সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের সংরূপ ও গঠনগত দিক। সাহিত্য-আন্দোলনগুলির মূল প্রবণতাই ছিল প্রচলিত সংরূপকে (Genre) ভেঙে নতুন থেকে নতুনতর সংরূপ নির্মাণ। হাংরি মূলত কবিতা-আন্দোলন হলেও এটি একই সঙ্গে গল্প বা গদ্য আন্দোলন, অন্যদিকে শ্রুতি হল

কবিতা-আন্দোলন ও শাস্ত্রবিরোধী হল গল্প-আন্দোলন; অর্থাৎ সংরূপগত দিক থেকে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে আলোচনা 'কবিতা' ও 'ছোটগল্প' – এই দু'টি সাহিত্য সংরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই এই অধ্যায়ে 'কবিতা' ও 'ছোটগল্প' সংরূপ দুটির প্রথাগত স্বরূপ থেকে আলোচ্য সাহিত্য-আন্দোলনকারীরা কীভাবে সরে এসেছেন – সেইসব অভিনবত্বগুলি চিহ্নিত করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শ্রুতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'কবিতা' ও 'চিত্রকলা' – দুটি পৃথক সংরূপের সংমিশ্রণ, এবং শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'ছোটগল্প' ও 'কবিতা' সংরূপদ্বয়ের সংমিশ্রণ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। শ্রুতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংরূপগত সংমিশ্রণের দিকটি আলোচনা করা হয়েছে শ্রুতি কবিতায় বিচিত্র অক্ষর-বিন্যাস, মুদ্রণের বিবিধ স্টাইল, হরফের বিভিন্ন আকৃতি ও স্টাইল ইত্যাদি 'Typographic' বিশেষত্বগুলির 'বহুমাত্রিক' বিশ্লেষণে (Multi-modal Stylistic Analysis)। অন্যদিকে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংরূপগত সংমিশ্রণ আলোচিত হয়েছে 'কাব্যধর্মী গদ্যভাষা', যতিচিহ্নের প্রয়োগ-বিশেষত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি এই আন্দোলনত্রয়ের ধারায় রচিত সাহিত্যের গঠনগত দিকও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়েই। এই আন্দোলনকারীদের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল সাহিত্যের প্রচলিত গঠনরীতিকে নস্যাৎ করা। আদি, মধ্য ও অন্ত্যচমক যুক্ত পরিসমাপ্তিসহ যে নিটোল প্রথাগত গঠনের ছোটগল্প পাঠে সাধারণ বাঙালি পাঠক অভ্যস্ত ছিল তা হাংরিরাও লেখেননি, শাস্ত্রবিরোধীরাও লেখেননি। এঁদের কারোর গল্পেই কার্যকারণ সূত্রের কোনো বালাই নেই। আবার কবিতা-দেহ গঠনের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলি আবশ্যিক হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ ছন্দ, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। উক্ত ত্রিবিধ সাহিত্য-আন্দোলনের ধারায় রচিত সাহিত্যের ব্যতিক্রমী (Deviant) গঠনগত বিশেষত্বগুলিকে অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের পরিণতি ও প্রভাব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। যে তাগিদে এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সূত্রপাত হয়েছিল, আবার সেই তাগিদেই এগুলির অবসানও ঘটেছে। গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-আন্দোলন মাত্রেই একটা জায়গায় থামতে বাধ্য; কিন্তু সংশ্লিষ্ট লেখকরা থামেন না। স্বধর্ম থেকে তাঁরা বিচ্যুত হলেন, নাকি বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ ধরেই এগোলেন – তা অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়া আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও আলোচিত হয়েছে এখানে। এর পাশাপাশি সাহিত্য-আন্দোলনগুলি পরবর্তী সাহিত্যধারায় আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করল কিনা, করলে কতটা প্রভাব বিস্তার করল; আধুনিক

সাহিত্যের গতিপথ নির্মাণে কতটা অংশগ্রহণ করল, তা অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ধারায় আধুনিক যুগ ও উত্তর-আধুনিক যুগের মাঝে যুগ-বিভাজনের একটি মানক (Parameter) হিসেবে বিপুল ভূমিকা পালন করেছে এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলি।

সবশেষে প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলিকে তুলে ধরা হল এই উপসংহারে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা করতে গিয়ে এই বিষয় সংলগ্ন পরবর্তী গবেষণার সূত্র-নির্দেশও করা হল উপসংহারের শেষে।

এছাড়া উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনকারীদের সাক্ষাৎকার 'পরিশিষ্ট-ক' অংশে সংযোজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি সাহিত্য-আন্দোলন থেকে একজন করে লেখকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে; হাংরির মলয় রায়চৌধুরী, শ্রুতির মৃণাল বসুচৌধুরী, শাস্ত্রবিরোধীর শেখর বসু। এই সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজেদের একদা রচিত সাহিত্যকে কীভাবে দেখছেন, তা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে সাক্ষাৎকারগুলির মাধ্যমে। এছাড়া এই আন্দোলনগুলির সমকালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই আন্দোলনত্রয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু বুলেটিন, নিজেদের পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন, আলোচ্য পত্রিকাত্রয়ে সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন ইত্যাদির প্রতিলিপিসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য 'পরিশিষ্ট-খ' অংশে সংযুক্ত হয়েছে।

সর্বোপরি বলার, গবেষকের ব্যক্তিগত পাঠপ্রতিক্রিয়া জানানো এই গবেষণার লক্ষ্য নয়। শৈলীবিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সাহিত্যকে দেখার ওপরেই মূলত জোর দেওয়া হয়েছে। সেই আলোচনার সূত্রে অন্যান্য বিবিধ দিকও উঠে এসেছে এই গবেষণায়, যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তবে যে সব বিষয়-সূত্র নিয়ে বিস্তারিত ও পৃথক গবেষণার প্রয়োজন বোধ করেছি, সেগুলির প্রতি পরবর্তী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়-সূত্রগুলি নিম্নলিখিত –

- এই গবেষণায় ষাট-সত্তর দশকের অন্যতম প্রধান তিনটি সাহিত্য-আন্দোলন হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের শৈলী নিয়ে কাজ করা হয়েছে। নিমসাহিত্য আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন, নতুননিয়ম আন্দোলন, ছাঁচ-ভেঙে-ফেল আন্দোলন, প্রকল্পনা আন্দোলন, নিওলিট আন্দোলন, থার্ড লিটারেচার আন্দোলন, সমন্বয়ধর্মী গল্প-আন্দোলন, গাণিতিক গল্প-আন্দোলন,

চাকর-সাহিত্য-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনগুলির ধারায় রচিত সাহিত্যের শৈলীবিচার করার প্রয়োজন রয়েছে।

- কেবল শৈলীই নয়, এই সময়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই আন্দোলনগুলি নিয়ে বিস্তারিত কাজের পরিসর রয়েছে।

- এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলি বাংলা সাহিত্যের ধারায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, বা এর গুরুত্ব কতটা, তা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে একটি মাত্র অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেই আলোচনা করতে গিয়ে বারংবার এটাই উপলব্ধি করেছি যে এটি নিয়েই একটি পৃথক গবেষণা হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় পারম্পর্য রক্ষা করতে হলে মূলধারার সাহিত্যের (Mainstream Literature) প্রতিস্পর্ধী এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলি নিয়ে আরও চর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

- এই গবেষণা কাজটি সামগ্রিকভাবে আন্দোলনভিত্তিক তথা পত্রিকাকেন্দ্রিক; পৃথকভাবে ব্যক্তি-লেখকদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা সম্ভবপর হয়নি। আগামী দিনে এই সাহিত্য-আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেককেই নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে গবেষণা করা যেতে পারে, এবিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি। সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুজনকে নিয়ে (রমানাথ রায়, মলয় রায়চৌধুরী, শেখর বসু) ইতোমধ্যে কিছু গবেষণা হলেও, অনেকেই গবেষকদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে গিয়েছেন।